পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
জেশপ বিল্ডিং (দ্বি-তল), ৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০১

নং : ৫০৯৪/পি.এন./ও/এক/২এম-৪/০৩(অংশ-১) **তারিখ : ২২. ১২. ২০০৮**

নির্দেশিকা

বিষয় : গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন দূরভাষ সংস্থার টাওয়ার / রক্ষণাবেক্ষণ কক্ষ নির্মাণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা ।

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন দূরভাষ সংস্থার টাওয়ার ও রক্ষণাবেক্ষণ কক্ষ নির্মাণের সময়ে দেয় বিভিন্ন ফি আদায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে । এই অবস্থায়, এই অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে এই বিভাগ নিম্নলিখিত নির্দেশিকা জারি করছে :-

(১) গ্রামীণ এলাকায় টাওয়ার / রক্ষণাবেক্ষণ কক্ষ নির্মাণে ইচ্ছুক দূরভাষ সংস্থা ঐ এলাকায় অবস্থিত কোন সরকারি জমি বা পঞ্চায়েতের জমি বা ব্যক্তি মালিকানার জমির উপর টাওয়ার / রক্ষণাবেক্ষণ কক্ষ নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকট আবেদন করবে ।

(২) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত ঐ আবেদন পত্রটি পরীক্ষা করে দেখবে, যে জমির উপর টাওয়ারটি নির্মিত হবে তার মৌজা, জে.এল. নং, দাগ নং ইত্যাদির উল্লেখ যথাযথ আছে কিনা এবং জমির মালিকানা ও দখল কার আছে । সব ঠিক থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত ঐ টাওয়ারের আয়তনের উপর ৩ টাকা প্রতি ঘনমিটার হারে ফি আদায় করবে অনুমতি প্রদানের জন্য ।

(৩) সংশ্লিষ্ট জমি (যেখানে টাওয়ার নির্মাণ হবে) গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তৃত্বাধীনে থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত, আবেদনকারী দূরভাষ সংস্থার নিকট থেকে জমির ভোগদখল ফি বাবদ এককালীন ৩৫০০ টাকা (তিন হাজার পাঁচশত টাকা) মাত্র আদায় করে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের প্রস্তুত করা চুক্তিপত্রানুযায়ী চুক্তি করবে (চুক্তিপত্রটি সংযুক্ত করা হ'ল) । গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি বছর ঐ সংস্থার নিকট থেকে লাইসেন্স ফি বাবদ ৩৫০০ টাকা (তিন হাজার পাঁচশত টাকা) মাত্র আদায় করতে পারবে ।

(৪) সরকারী জমির ক্ষেত্রে এককালীন ফি এবং বার্ষিক লাইসেন্স ফি হবে জেলা শহরের ক্ষেত্রে ৬৫০০ টাকা (ছয় হাজার পাঁচশত টাকা) মাত্র, মহকুমা শহরের ক্ষেত্রে ৫৫০০ টাকা (পাঁচ হাজার পাঁচশত টাকা) মাত্র এবং গ্রামীণ এলাকার জন্য ৩৫০০ টাকা (তিন হাজার পাঁচশত টাকা) মাত্র । ঐ টাকা সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর বা বিভাগ আদায় করবে এবং চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবে ।

(৫) ব্যক্তি মালিকানার জমির উপর টাওয়ার বা রক্ষণাবেক্ষণ কক্ষ নির্মিত হলে ঐ জমির মালিক লাইসেন্স ফি আদায় করবেন ।

(৬) জমির উপর টাওয়ার নির্মাণের সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সটি ৫ (পাঁচ) বছর বৈধ থাকবে । পাঁচ বছর পর কোনো আপত্তি না থাকলে তা নবীকরণ করা যাবে ।

(৭) ২০০৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন) নিয়মাবলীর অধীনে ২৭ নং নিয়মে টাওয়ার 'বিল্ডিং' হিসাবে বিবেচিত হবে । তাই টাওয়ার নির্মাণের পরবর্তী বছর থেকে টাওয়ারটির ওপর গৃহ কর বসিয়ে আদায় করা যাবে ।

(৮) এই বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর বিধানের বাইরে কোন ফি গ্রাম পঞ্চায়েত আদায় করতে পারবে না ।

(মানবেন্দ্রনাথ রায়)
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং : ৫০৯৪/ ১(৮)/পি.এন./ও/এক/২এম-৪/০৩(অংশ-১) তারিখ : ২২. ১২. ২০০৮

প্রতিলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেরিত হল :

১.) কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা-৭০০ ০০১ ।

২) জেলাশাসক ও নির্বাহী আধিকারিক,----------জেলা পরিষদ (সকল) ।

৩) মহকুমা শাসক,---------- (সকল) ।

৪) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ----------জেলা (সকল) ।

৫) ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক ও নির্বাহী আধিকারিক, ----------
পঞ্চায়েত সমিতি (সকল) ।
বিষয়টি সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির গোচরে আনার জন্য তাঁকে অনিরোধ করা হচ্ছে ।

৬) সভাপতি, ----------পঞ্চায়েত সমিতি (সকল) ।

৭) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত সচিব / রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ ।

৮) এই বিভাগের সকল শাখা ।

যুগ্ম সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার